PRICE Rs. 5/-

শিশুভবন পত্রিকা

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের মুখপত্র

AN ORGAN OF NEHRU CHILDREN'S MUSEUM

SISHUBHAVAN PATRIKA

খন্ড - ৪৪ ঃ সংখ্যা - ৮ আগস্ট ২০১৯ *visit our website : www.nehrumuseum.org* **Vol- 44 : No - 8 August 2019**

তিন সন্ধ্যা - তিন নাটক

সারা বছর ধরে নাটকের ক্লাস করে যখন ছোট ছোট শি ক্ষার্থীরা একটু জড়তা কাটিয়ে হাত-পা শরীরের আড়ষ্টতাকে অতিক্রম করে উঠতে পেরেছে তখনই নাটকের অনুষ্ঠান। আগে ছিল নাট্যোৎসব এখন নাটকের সন্ধ্যা। তিন সন্ধ্যায় তিনটি নাটক। বিষয়বস্তু পুরানো কিন্তু কুশীলবেরা প্রায় নতুন। ফলে বলা যেতেই পারে তিন সন্ধ্যায় তিনটি নতুন নাটক। **"সম্পর্ক, ভাঙা বুকের পাঁজরে এবং আশ্রয়"**।

ছোটদের নাটক হলেও দর্শক- শ্রোতাদের উৎসাহে কোনও খামতি নেই। বড় বড় নাটকের দলের পুরানো নাটকে যখন দর্শকাসন প্রায় ফাঁকা তখন নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের

তিন সন্ধ্যা - তিন নাটক

ছোটদের নাটক দেখতে দর্শকরা হল প্রায় ভরিয়ে দিচ্ছেন এর জন্য মিউজিয়াম অধিকর্তা সুদীপ শ্রীমলের আন্তরিক প্রচেষ্টা যেমন আছে তেমনই আছে অভিভাবকদের লাগামছাড়া উৎসাহ ও উদ্দীপনা। সারাদিন রিহার্সালের পর নাটকের শো, তারপর সারা রাত্রি ধরে রিহার্সাল, দুপুরে মঞ্চমহড়া এবং সন্ধ্যায় আবার শো - পরিচালক জীবন সাহা এবং তার সঙ্গী সাথীদের নিষ্ঠা এবং একাগ্রতাকে সাধুবাদ না জানিয়ে উপায় নেই।

নাটক নিয়ে এ হেন উদ্দীপনা-তাও টানা পনেরো বছর ধরে শুধু বাংলা কেন গোটা ভারতবর্ষেই বোধহয় বিরল। বাচ্চারা তো মেতেছেই তার সঙ্গে অভিভাবকরাও যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা হোল নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের কর্মীরা নিরলস পরিশ্রম করেছেন নাটকগুলির পরিবেশনাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য।

ছোটরা নাটক করেছে তাদের অভিভাবকরা দেখেছেন, নাট্যপিপাসু অনেক মানুষও এসেছেন নতুন নাটক দেখার আকর্ষণে। এসেছেন বিচারপতি মহানন্দ দাস বা অভিনেতা পরিচালক দেবেশ রায়চৌধুরী। সবাই মিলে বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছেন সামাজিক সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়গুলি। বস্তুত সমাজে সমস্যাগুলি আছে কিন্তু কিভাবে তার মুখোমুখি হওয়া যায় - সেই পথটাই জানা নেই। নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম নাট্যদলের প্রতিটি নাটক মানেই সত্যের সামনা সামনি হওয়া।

নাট্য উৎসবের প্রাঙ্গণ সাজিয়ে তোলার দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষক কিংশুক সরকার ও প্রবেশ দ্বারের অলংকরণে ও নির্মাণে ছিলেন শিক্ষক কিঙ্কর ঘোষ ও অঙ্কন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী শুভাঙ্গী ব্যানার্জী, দেবস্মিতা বালা, স্নেহাল মুখার্জী, অনুশা মন্ডল, অনুস্মৃতি বসাক, সৌম্য ঘোষ, সোহম দাস, দেবাত্রী রায়, সুমেধা ঘোষ ও অভীক ভট্টাচার্য্য। এদের শিল্পকর্ম উৎসব প্রাঙ্গণকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছিল।

গ্রীষ্মকালীন নাট্যকর্মশালা

প্রতি বছরই নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের উদ্যোগে একটি গ্রীষ্মকালীন কর্মশালার আয়োজন করা হয়, তার মধ্যে থাকে নাচ, গান, নাটক ইত্যাদি। প্রতিবছরের মতো এবছরেও এই গ্রীষ্মকালীন কর্মশালায় অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মতো আমিও ছিলাম এই কর্মশালার এক অংশগ্রহণকারী।

আমি নাটক বিভগের অর্ন্তগত নাট্যকর্মশালায় অংশগ্রহণ করি। তিনদিনব্যাপী এই নাট্যকর্মশালায় অন্যান্য প্রশিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা তথা বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী শ্রী সব্যসাচী চক্রবর্তী। আমরা সকলেই জানি বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অন্যান্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদের মধ্যে অন্যতম এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন সব্যসাচী চক্রবর্তী। 'বাক্স রহস্য' (১৯৯৬), 'কৈলাশে কেলেঙ্কারী' (২০০৭), 'টিনটোরেটোর যিশু' (২০০৮), 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য' (২০১১), 'ভূতের ভবিষ্যৎ' (২০১২), ইত্যাদি সব বিখ্যাত সিনেমার পাশাপাশি করেছেন একাধিক জনপ্রিয় নাটক। একদিকে আমরা যেমন পেয়েছি আমাদের সকলের অতি পরিচিত ''ফেলুদা''-কে, আবার অন্যদিকে তার গলাতেই নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে আমাদের সকলের প্রিয় কমিক্স চরিত্র ''টেনিদা''। এমন একজন স্বনামধন্য মানুষের কাছ থেকে অভিনয়ের প্রশিক্ষণ পাবো, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। সব্যসাচী স্যারের কর্মশালার দিন অন্য সকলের মতো আমিও একটু চিন্তান্বিত ছিলাম, কিন্তু তারপর তিনি ''অভিনয়ের প্রস্তুতি'' সম্পর্কে অতি সহজভাবে ব্যাখ্যা দিলেন, আমাদের সকলের সাথে আন্তরিকভাবে সময় কাটালেন, একজন দক্ষ অভিনেতা বা অভিনেত্রী হওয়ার প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের সামনে মেলে ধরলেন এবং তার জীবনের কিছু সুন্দর স্মৃতি আমাদের সাথে ভাগ করে নিলেন। ওনার কাছ থেকে আমরা অনেক জ্ঞান আহরণ করলাম, শুধুমাত্র একজন নাট্যশিল্পীই নয়, একজন মানুষের চলার পথে যা মূলমন্ত্র।

সোহম চ্যাটার্জী

Happy Birthday To Our Little Friends ..... September 2019

Shinjini Mondal	02	Nutakki Vinuthana	11	Sheoshri Dutta	14
Sagnik Kundu	03	Devansi Maiti	11	Snehanil Roy	21
Soumyojit Naskar	05	Parinita Saha	13	Diptashree Banerjee	26
				Pritika Pal	27

আফ্রিকান সাফারি - ৪

এর পরে আমাদের জীপ আরো কিছু পথ অতিক্রম করে পৌঁছল একটা জলাসয়ের ধারে। এটি একটি হিপো-পুল। জলে রয়েছে অসংখ্য জলহস্তী। জলহস্তীদের চামড়া এতটাই নরম যে প্রচণ্ড রোদে সেই চামড়া যায় পুড়ে। তাই প্রচণ্ড তাপের হাত থেকে বাঁচতে তারা তাদের সেই প্রকাণ্ড শরীর জলের তলায় রাখতেই পছন্দ করে। মাথা বা কারো ক্ষেত্রে শুধু নাকটি থাকে জলের উপরে নিশ্বাসের প্রয়োজনে। তৃণভোজী এই প্রাণী নিশুতি রাতে জল থেকে উঠে বেরিয়ে পড়ে খাবারের সন্ধানে। ওই একই জলে মিলে মিশে থাকে কুমীরও।

হিপো পুল থেকে জীপ আবার ছুটে চলল। এটি আমাদের সিরিঙ্গিটির তৃতীয় দিন। ইতি মধ্যে আমরা ক্রমশ সিরিঙ্গিটি ছেড়ে চলেছি গোরোঙ্গোরার অভিমুখে। তাই রুক্ষতা-শুস্কতা কাটিয়ে সবুজের দেখা মিলল। মনোরম দৃশ্য। সুমুখে সবুজ ঘাস ও তার মাঝে বড় বড় আকাসিয়া। হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে স্ট্যানলে বলে উঠলেন, 'সি দ্যা বিউটি'। দু চোখ ভরে দেখলাম সেই সৌন্দর্য। সাতটি জিরাফের একটি পরিবার। জিরাফ তো কলকাতার চিড়িয়াখানায় কত দেখেছি। কিন্তু এতো সুন্দর তো কখনো লাগেনি। বন্যেরা সত্যিই বনেই সুন্দর। একবার একটি জিরাফ ঘাড় উঁচিয়ে আকাসিয়া গাছের মগডালের পাতা খাচ্ছে তো পরোক্ষণেই অন্যজন। তাদের ভাব-ভঙ্গী, চলা-ফেরা এতটাই মার্জিত ও তাদের চেহারার মাধুর্য তাদের করেছে সৌন্দর্যের প্রতীক। সিংহকে যদি জঙ্গলের রাজা বলা হয় তবে জিরাফ নিঃসন্দেহে জঙ্গলের রানি। জিরাফদের মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষ চেনার কৌশলটা বাৎলে দিল স্ট্যানলে। সব জিরাফেরই থাকে ছো দুটি সিং। কিন্তু কেবল মাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে এই দুটি সিংএর মাঝে একটি। এই ভাবে তফাৎ করা যায় পুরুষ ও স্ত্রী জিরাফ। ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না। মনে হচ্ছিল আরো দেখি কিছুক্ষণ, দু চোখ ভরে। সত্যি, আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের অনেক ধরণের রেকর্ডিং এর যন্ত্র উপহার দিয়েছে - কিন্তু মনের মধ্যে অন্তরের এই ভালোলাগা তো ধরে রাখার কোন উপায় নেই। যদি থাকত, তবে কি ভালোই না হতো।

জিরাফের থেকে বিদায় নিয়ে চললাম আবারও এগিয়ে। খানিক এগিয়েই চোখে পড়ল একটি পাইথন। সূর্যের আলোয় রূপালী রঙের পাইথনের দেহের তীব্র ঔজ্জ্বলতায় সেটিকে অনেক দূর থেকেই সহজেই শনাক্ত করা গেল। সেখান থেকে আরো কিছুটা অগ্রসর হতেই দেখা মিলল হাতির। এক পাল হাতি। হাতিগুলির কানগুলি বেশ বড় বড়। শুঁড় দোলাতে দোলাতে তারা বেশ আপন মনেই চলেছে দল বেঁধে। হাতির দল ছেড়েই সুমুখে পড়ল অস্ট্রিচ। বিশাল চেহেরা। লম্বা পা ও ততোধিক লম্বা গলা। অস্ট্রিচ আফ্রিকার স্থানীয় প্রাণী। অস্ট্রিচের প্রজাতিদের মধ্যে রয়েছে উত্তর আফ্রিকান, দক্ষিণ আফ্রিকান, মাসাই ও আরবীয় অস্ট্রিচ। সিরিঙ্গিটিতে যে অস্ট্রিচ আমরা দেখেছি তা হল মাসাই অস্ট্রিচ। এদের সাধারণ অস্ট্রিচদের থেকে পৃথক করার উপায় হল এদের লম্বা গলাটি হয় গোলাপী রঙের। দুই-তিনটি অস্ট্রিচ বেশ লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সেই দেখতে দেখতে অগ্রসর হতে হতে চোখে পড়ল মোড়গ জাতিয় এক ধরণের পাখি - নাম হেলমিটেড গিনিফাউল (helmeted guineafowl)। এদের দেহটি সাদ-কালো ছিটছিট পালকে ঢাকা ও গলাটি গাঢ় আকাশি নীল রঙের। মাথায় সাদা ঝুঁটি। এরা সিরিঙ্গিটির জঙ্গলে ঘুরেও বেড়ায় আবার আফ্রিকার মানুষ এদের পোষও মানায়। হেলমিটেড গিনিফাউলদের মাংস যেমন সুস্বাদু তাদের ডিম তেমনই পুষ্টিকর। মূলত আফ্রিকার পাখি কিন্তু হেলমিটেড গিনিফাউল পরবর্তীকালে প্রবর্তিত হয় আমেরিকা, ব্রিটেন ও ভারতবর্ষে।

হেলমিটেড গিনিফাউল দেখার রেশ কাটতে না কাটতে হঠাৎ একটি আকাসিয়া গাছের তলায় একটি চিতা। লেপার্ড ও চিতা অনেকটা একই ধরণের দেখতে। হলদেটে-খয়রী দেহে কালো কালো বিন্দুর মত দাগ। লেপার্ড ও চিতা পৃথক ভাবে চেনার উপায় চিতার চোখ দিয়ে অশ্রুজলের মত গড়িয়ে পড়া কালো দাগ। এবং স্ত্রী চিতা পুরুষ চিতার থেকে অনেক বেশী খয়রী।

সকাল গড়িয়ে দুপুর। দুপুর দুটোর মধ্যে স্ট্যানলে ঠিক আমাদের নিয়ে হাজির লাঞ্চ পোয়েন্টে, যেখানে আমরা সিরিঙ্গিটি ঢোকার সময় লাঞ্চ করেছিলাম। লাঞ্চ বক্স তো নিয়েই বেরনো হয়েছিল রন্ডো ক্যাম্প থেকে। স্যান্ডুইচ, চিকেন লেগ রোস্ট, ফ্রেঞ্চফ্রাই, ফ্রুট স্যালাড ও ফ্রুট জুস। যথারীতি খাওয়া সম্পন্ন করে লাঞ্চ বক্স আবার আগের মত গুছিয়ে নিয়ে জীপে উঠলাম। মাসাইদের গ্রামের মধ্যে দিয়ে গাড়ী ছুটলো গোরোঙ্গোরোর উদ্দেশ্যে।

যদিও বন ও পশু সংরক্ষণ এবং পর্যটনশিল্পের কল্যাণে অনেক মাসাই এখন কর্মরত, তবু সামগ্রিবভাবে তাদের দারিদ্রতার যেন শেষ নেই। আমাদের পথে পড়ল মাসাই গ্রাম। ধূ ধূ সাভানার মাঝে খুব ছোট ছোট পাঁচ-সাতটা ঘর নিয়ে একেকটি গ্রাম। ঘাছের ডাল-পালা-পাতা ইত্যাদি দিয়ে তৈরী সে সব ঘর। বিশেষ করে শুকনো খেজুড় গাছের পাতা। আমাদের জীপ একটি মাসাইদের গ্রামের পাশে দাঁড়াতেই ছুটে এলো মাসাই শিশুদের একটা দল। তাদের কারোরই পরনে নেই জামা। নিরক্ষীয় অঞ্চল হওয়ায় সারা বছরই থাকে সূর্যের প্রখর তাপ। তার মধ্যে জলকষ্ট, খাদ্যাভাব তারপর তো রয়েছেই হিংস্র পশুদের অত্যাচার। সব মিলিয়ে মাসাইদের জীবনটি একটি সংগ্রাম।

সেই বিকেলে আমরা পৌঁছলাম গোরোঙ্গোরোয়। উঠলাম 'রাইনো লজে'। গোরোঙ্গোরোয় বেশ ঠাণ্ডা। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। লজে পৌঁছতেই যথারীতি উষ্ণ অভ্যর্থনা। লজের প্রবেশপথ থেকে টানা লম্বা দরদালান। দরদালানটির এক পাশে বাগান ও আরেক পাশে লজের কার্যালয়, একটি সংগ্রহশালা ও একটি বিক্রয়-কাউন্টার। এই কাউন্টার থেকে বিক্রয় হচ্ছে নানান আফ্রিকান শিল্পকর্ম। টানা দরদালানটির একেবারে শেষ প্রান্তে একটি সিঁড়ি নেমে গেছে একটি বাশাল উঠানে। সেই উঠানের মাঝখানটিতে বেশ বড় একটি ফুলের বাগান - নানান ধরনের, নানান রঙের ফুল ফুটে রয়েছে সেই বাগানে। আফ্রিকার মানুষের কাছ থেকে উপলব্ধি করলাম তাদের অকৃত্রিম জীবন দর্শন। জীবন সম্পর্কে তারা বেশ উদাসীন। ভবিষ্যতের চিন্তা কমই করে তারা। পূর্ণ আনন্দ উদ্দীপনায় উপভোগ করে রঙিন হাসি-খুশি একটা জীবান। আর তাদের এই জীবনকে পূর্ণ সমর্থন করে তাদের প্রকৃতি। প্রত্যেকটি ফুলগাছের ফুলগুলি খুব গাঢ় রঙের। কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, সন্ধ্যামালতী - এই সব গাছের গাঢ় রঙিন ফুল রাঙিয়ে রেখেছে চতুর্দিক। সন্ধ্যামালতীর হালকা গৌলাপূ রঙের ফুল যা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় তা দেখতেই পেলাম না গোটা আফ্রকায়। চোখে পড়ল কেবল গাঢ হলুদ, রানি, গেরুয়া ও বেগুনী রঙের সন্ধ্যামালতী।

উঠানের ডান দিকে একটি সিঁড়ি চলে গেছে ডাইনিং হলের দিকে ও বাঁ দিকে আমাদের থাকার ঘর। আমাদের ঘরের বাইরের দিকে চিল একটি বারান্দা। বারান্দাটি কাঠের তৈরী। বারান্দা থেকে চারিপাশের দৃশ্য কিন্তু রীতিমত লোমহর্ষক। ঘন নিবিড় জঙ্গল বিশাল বিশাল গাছ - নিরক্ষীয়-বৃষ্টিবনের আদর্শ উদাহরণ। লজের কতৃপক্ষ সন্ধ্যের পর বারান্দায় না বেরোনোর নর্দেশ দিয়ে গেলেন। হঠাৎ হটাৎ কোন জন্তু এসে উপস্থিত হয় রাতের অন্ধকারে বনের মধ্যে থেকে। কিন্তু সে কথা মানতে পারা গেল না। বাধ সাধলো রাতের আকাশ। ঘন অন্ধকার দূষণমুক্ত আকাশে আগনিত তারা যেন হাতছানি দিচ্ছিল। কলকাতায় সে আকাশ দেখতে পাওয়া কল্পনারও অতীত। তারাদের ভীরে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল আমার বহু পরিচিত কালপুরুষ, বৃষ রাশি, ছোট ও বৃহৎ শিকারী কুকুর। আফ্রিকা দক্ষিণ গোলার্ধের দেশ, তাই সেখানকার আকাশ কলকাতার থেকে অনেকটাই আলাদা। কালপুরুষের কোমরের যে তিনটি তারার বেল্টটি রয়েছে এবং তার থেকে ঝুলছে যে কাল্পনিক তরবারী, সেই স্থানে অবস্থিত বিখ্যাত 'ওরায়ন নেবিউলা' বা কালপুরুষের নীহারিকা - সেই নীহারিকাটি পরিষ্কার দেখতে পেলাম বাইনোকুলারটির সাহায্যে। সে এক ঐশ্বরিক অনুভূতি। নীহারিকা হল মহাকাশে সৃষ্ট গ্যাস ও ধূলিকণার তৈরী একটি বিশালাকায় মেঘ যার থেকে সৃষ্টি হয় অসংখ্য তারা। এই ওরায়ন নীহারিকাটি পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫০০ আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত। কালপুরুষের পূব দিকে ঝকঝক করছে আকাশের উজ্জ্বলচম তারা লুব্ধক। কালপুরুষের পশ্চিমে লাল দানব তারা রোহীনি। রোহীনির খুব কাছেই সাতটি তারা যেন একটি জি'সা চিহ্ন আকারে রয়েছে - এটি কৃত্তিকা নক্ষত্র। তারা দেখতে দেখতে কেটে গেল প্রায় ঘন্টাখানেকের উপর। অকস্মাৎ ডাক পড়ল রাতের খাবারের। (ক্রমশ)

শিল্পী সরকার গুপ্ত

আফ্রিকান সাফারি - ৪

হিপোপুলে জলহস্তী

জিরাফের পরিবার

পাইথন

হাতির পাল

হেলমিটেড গিনিফাউল

অস্ট্রিচ

চিতা

Sit & Art Contest organised by ABP Pvt. Ltd. at Nehru Children's Museum

Drama Festival at Academy of Fine Arts

Drama Festival from 22nd - 24th July, 2019

বৃষ্টি

বৃষ্টি পড়ছে টুপটাপ
চিল বসে আছে চুপচাপ।
মানুষ থাকবে কি করে?
থাকবে ঘরের ভিতরে।
তখন আর কি করবে তোমরা?
সবাইকে ঘরে খেলতে হবে।
বাইরে খেললে সবাই ভিজে যাবে,
যখন বৃষ্টি থামবে,
তখন যাবে বাইরে,
খেলবে সবাই একসাথে।

দেবরাজ মেহেতা

Thank You Donors

Arkadip Biswas	Manjusha Basu
Arya Chatterjee	Md. Kasim Boksh
Dr. Aditya Mitra	Nivedita Basu
Dimention D4	Rajesh Verma
Jayanta Kr. Ghosh	Sudipta Biswas
Lohia Chatritable Trust	Tapan Bhattacharya

It is with the help & cooperation from esteemed persons & oganisations that we are in a position to run our projects effectively for the last 46 years.

Congratulations

The 25th Annual National Art Competition, 2019

Very Special Arts India

Position	*Name*	*Cash Award*
1st	Swastik Jana	Rs. 1,000/-
1st	Sampad Basak	Rs. 1,000/-
2nd	Niladri Das	Rs. 500/-
3rd	Tithi Saha	Rs. 300/-

অমর স্মৃতি

আদর, স্নেহ, ভালবাসায়
পালিত হওয়া ছোট্ট বালক,
জানি না কবে হইয়া উঠিল
সংসারের মুখ্য চালক।
একদিনও যার চলিত না বাবার আদর ছাড়া,
দুষ্টুমি করে দিত না সে মায়ের ডাকে সাড়া।
আজ সে হঠাৎই যেন
হইয়া পড়িয়াছে স্বজন হারা।
মায়ের স্নেহের আঁচলে যে থাকিত আবৃত
বাবার আদর দিয়া সে হইত পুরস্কৃত।
হঠাৎই আবিষ্কারিল একদিন
হইয়া পড়িয়াছে সে সঙ্গীহীন।
গল্প বলিয়া রাতের বেলায়
ঘুম পাড়াইত যে
তার থেকে বহুদূরে আজ
মাঝ গগনের নক্ষত্র সে।
জগতের নিষ্ঠুর নিয়ম
তাহারে আজ করিয়াছে অনাথ,
পাশে আর তো থাকে না মা,
তাই বিনিদ্রযাপন করে সারা রাত।
সাঁঝের বেলায় ক্লান্ত হইয়া,
বাবা তো আর আসে না ফিরে,
কেউ তো আর তাহার মতো
দেখে না স্বপন তাহাকে ঘিরে।
হারিয়ে গেছে আজ সেই সুখের মুহূর্ত
বোঝেনি সে তখন সেই দিনের গুরুত্ব।
আজও সে বসিয়া বসিয়া
ভাবে তাহার নীড়ে
শৈশবের সেই দিনগুলি
যদি পাইতাম ফিরে।

কৌস্তভ ব্যানার্জী

কোরক বিশ্বাস

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী কোরক জন্ম থেকেই মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী। ৫ বছর বয়সের পর থেকে চলাফেরা করা ও অস্পষ্ট ভাবে কথা বলা শুরু করে। মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সে কিন্তু থেমে থাকেনি, প্রতিনিয়ত সে তার ভালবাসার ও ভাললাগার বিষয় নৃত্য নিয়ে লড়াই করে চলেছে।

বর্তমানে কোরক ভারত সরকারের Cultural Department -এর অধীনস্থ Centre for Cultural Resource Training (CCRT)-র একজন Scholarship প্রাপ্ত "গৌড়ীয় নৃত্য" শিল্পী। কোরক, ২০১৫ সালের National Bal Bhavan, এর বালশ্রী প্রতিযোগিতায় Finalist ছিল এবং ২০১৬ সালে জাতীয়স্তরে বালশ্রী প্রতিযোগিতার বিজয়ী হয়েছে। রাজ্যস্তরে বালশ্রী প্রতিযোগিতার আয়োজক ছিল নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম।

কোরক ২০১৪ সালের রাজ্য প্রতিবন্ধী সংস্থার দ্বারা Best Creative Child in Dance in West Bengal হিসাবে প্রশংসিত হয়েছে।

গত ১৮ ই এপ্রিল ২০১৯ মহামান্য রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণে রাষ্ট্রপতি ভবনে এবং গত ২৫ শে জুলাই ২০১৯ নয়া দিল্লীর সংসদ ভবনের বালাযোগী মঞ্চে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভা অধ্যক্ষ, সমস্ত মন্ত্রীবর্গ এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ আমলাদের উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাত্র দুইজন শিল্পীর মধ্যে নৃত্য শিল্পী হিসাবে কোরক -এর একক নৃত্য উপস্থাপনা যথেষ্ট প্রশংসা পায়। উক্ত দুটি অনুষ্ঠানই জাতীয় দূরদর্শন টিভি, লোকসভা টিভি, সি এন এন, আই বি এন চ্যানেল গুলিতে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে। ভারত সরকারের Cultural Department আয়োজিত National Cultural Festival গুলিতে সমগ্র ভারত থেকে যে ৮০ জন শিল্পীকে ওই Festival গুলিতে অনুষ্ঠান করার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, কোরক ছিল তাদের মধ্যে একমাত্র মানসিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত আমন্ত্রিত নৃত্য শিল্পী।

কোরক, রাজ্য শিশু কিশোর একাডেমির বাৎসরিক অনুষ্ঠানে বিগত দুই বছর ধরে আমন্ত্রিত নৃত্য শিল্পী।

কোরক কলকাতার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনৃত্যে Junior Diploma সম্মানপ্রাপ্ত নৃত্যশিল্পী।

২০১৬ সালে দিল্লীতে আয়োজিত জাতীয় বাল কলা উৎসবে কোরক অসাধারণ নৃত্যশিল্পী হিসাবে পুরস্কৃত হয়। ICCR - Kolkata এবং পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কলা বিভাগ কেন্দ্র আয়োজিত কলা বীথিকা - অপূর্ব প্রতিভা মহোৎসব ২০১৮ সালে কোরক Talent Hunt Winner Performer হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছে।

NEHRU CHILDREN'S MUSEUM

Congratulates

the following students of **Painting Department** for being admitted to different wellknown institutions this year after completion of their painting courses. The success of so many students is a very memorable occasion in one year in the history of **NEHRU CHILDREN'S MUSEUM**

Ayantika Guha	Govt. Art College
Rounak Dutta	Govt. Art College
Rishik Mukherjee	Shantiniketan Kalabhaban
Souvik Majumder	Indian Art College
Srabana Samanta	Govt. Art College
Soujit Kundu	Indian Art College
Jishnu Sengupta	NIFT Mumbai
Sounak Sarkar	NID Aj,edanad
Aritro Sen	NID Delhi
Susom Pathak	Rabindra Bharati University
Manomita Karar	Rabindra Bharati University
Ragini Mukherjee	Vishya Bharati University
Sankhanil Das	B. Arch (Shibpur)
Sukriti Das	Indian Art College
Sampad Basak	Indian Art College
Sagnik Bhattacharjee	Govt. Art College
Sourav Saha	Govt. Art College
Medha Ghosh	NIFT - Delhi
Rishiraj Ghosh	NID Bijaywara
Urjjasre Basak	B. Ach - Shibpur
Somnath Das Nigoye	FDDI - Hyderabad
Irina Bhunia	Bardhaman Art College
Sitangsu Mukherjee	Rabindra Bharati University
Ayesee Banerjee	NIFT Delhi
Abhishek Das	NIFT
Shahid Iqbal	Chandigarh University
Tathagata Dhara	B. Arch. - Om Dayal
Shreya Chakraborty	B. Arch. - Om Dayal

Sexual Harassment Workshop

Organised by Indian Council for Child Welfare at Nehru Children's Museum

A workshop on Eradication of Child Sexual Abuse was held on 28th July, 2019 at Nehru Children's Museum from 10 am onwards for the children and their parents. Ms. Saba Islam from Parwarish conducted the session very efficiently. At the outset she explained the children what is sexual abuse and it's remedial measures. Children were made aware that any wrong use of certain body part is Sexual Abuse. The ground rule is to take responsibility of everyone's own body.

Secondly, she thoroughly narrated what is good and bad touch pointing out private parts of boys and girls which need to take care by oneself. If someone touches anyone's private parts for sexual pleasure or other unnecessary reasons, how this situation can be dealt with.

First of all one must shout and try to run away from that place to a safer person. Should also disclose everything with parents and above all children were warned that they should not go to any isolated place.

But if any kind of incidence happens with any child, he/she should not feel it is his/her fault or feel dirty or bad but learn to protect themselves. The parents were also requested to be very supportive, attentive and friendly with their children. Last but not least parents were categorically informed that they should be very particular about dress sense of their children because provocative dresses may invite any such kind of situation. The discussion was so lucid and well presented with very apt videos that it helped the children to understand the discussion on a very serious topic in absolutely easy way. Children were very responsive too. The workshop was very informative, educative and gave an insight to all the participants. The help line number was also given for information to all.

Editor : Prabal Dutta, Associate Editor : Indrani Sengupta, Published by Indrani Sengupta on behalf of National Cultural Association and printed at Display Printers Pvt. Ltd. 16/3 Gariahat Road, Kolkata 700 019.
Contact : 94/1 Chowringhee Road, Kolkata - 700 020, E-mail : nehrumuseum1972@gmail.com